কালের কণ্ঠ

তারিখ 29 OCT 2013
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

# হরতালে লণ্ডভণ্ড 'ও' লেভেল 'এ' লেভেল পরীক্ষা

## শিক্ষার্থীদের ব্যাপক ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶

হরতালের কারণে ব্যাপক দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছে দেশের ইংরেজি মাধ্যমের পরীক্ষার্থীরা। তাদের শিক্ষাজীবন থেকে ছয় মাসের একটি সেশন হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ফলে আর্থিক ও মানসিক ক্ষতির কবলে পড়েছে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী।

ব্রিটিশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অধীনে সারা বিশ্বে একই সময়ে এই পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশে ব্রিটিশ কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার মধ্যে কোনো হরতাল পড়লে সাধারণত ওই রাতেই পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু টানা হরতাল হলে রাতেও পরীক্ষা নেওয়া হয় না। এ কারণে গতকাল সোমবারের একটি পরীক্ষা নেওয়াই সম্ভব হয়নি।

গত রবিবার থেকে শুরু হওয়া বিরোধী দলের টানা ৬০ ঘণ্টার হরতালে 'ও' লেভেল ও 'এ' লেভেলের দুটি পরীক্ষা পড়েছে। এরই মধ্যে গতকাল সোমবারের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবারের পরীক্ষা পরিবর্তিত সময়সূচি অনুসারে রাতে অনুষ্ঠিত হবে। টানা হরতাল আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকার কারণে পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন করে দিনের পরীক্ষা রাতে গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকাল ১১টার পরীক্ষাটি সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় এবং বিকেল ৩টার পরীক্ষা রাত পৌনে ১২টায় অনুষ্ঠিত হবে। আজ দুটি বিষয়ের পরীক্ষা রয়েছে। ব্রিটিশ কাউন্সিল সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এদিকে সোমবারের স্থগিত করা পরীক্ষা নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় রয়েছে শিক্ষার্থীরা। যুক্তরাজ্যের পরীক্ষা বোর্ড হরতালের পরিপ্রেক্ষিতে এই পরীক্ষা স্থগিত করলেও তা কবে গ্রহণ করা হবে কিংবা আদৌ গ্রহণ করা হবে কি না নিশ্চিত করে কিছুই জানায়নি। এ প্রসঙ্গে 'এ' লেভেলের পরীক্ষার্থী সাজিদা তারান্নুম কালের কণ্ঠকে বলে, ইংরেজি মাধ্যমে পড়ালেখার জন্য একেকজন শিক্ষার্থীকে কোচিং ফি হিসেবে প্রতিটি বিষয়ে মাসিক কমপক্ষে সাড়ে তিন হাজার টাকা করে গুনতে হয়। আর প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন ফি গুনতে হয় সাড়ে ছয় হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত। সোমবারের স্থগিত হওয়া পরীক্ষা আবার গ্রহণ করা না হলে এই পরীক্ষা আগামী বছরের মে-জুনে দিতে হবে। ফলে শিক্ষার্থীরা মানসিক ক্ষতি ছাড়াও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। পরীক্ষার সময় হরতাল না দেওয়ার জন্য কিংবা পূর্বঘোষণা দিয়ে হরতালকে আওতামুক্ত করার জন্য সে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি অনুরোধ জানায়।